# পরিচয়

▣ দেবজ্যোতি দাস

শেষ রাতে শ্রেয়া অনেক দেরি করে বাড়ি ফিরেছে।
সকালের ঘুম ভাঙতেই বাবার রাগি চেহারা
সামনে,
"এখনো এতো বড় হয়ওনি যে মাঝরাত করে তুমি
ফিরবে বাড়ি,
মেয়ে হয়েছো, মেয়ের মতো থাকবে।
কিসের এতো কাজ তোমার ভারি ?
তোমার মাইনের টাকা এই সংসারে লাগবে না,
ওসব করো স্বামীর ঘরে।
আমার ঘরে মাঝরাত করে ঘর ফেরা মেয়ে
থাকবে না।"
শ্রেয়ার চোখ গড়িয়ে জল, মনে দূর্বলতা ও
অভিমান একসাথে যেন।
BScতে First Class, MBA-তে Gold Medalist
আরো কতো কি,
এসব নিয়ে তাহলে বাবার এতো লোক দেখানো
কেন ?
তাহলে কেন ছোটবেলায় বড় হওয়ার স্বপ্ন ধরানো হাতে ?
হতাম কোন হরিপদ কেরানি, মন্দ কি ছিল তাতে ?
মানুষ, সমাজ আর শর্মা Uncle কি বলবে তার ভয় ?
তাহলে মেয়ে কেন বাবা, একটি তোতা পাখি
পাললেই তো হয় ?
বাবা জানো, মেয়ে হয়ে কাজে যেতে খুব সাহস
ধরতে হয়।
হাজারো চোখ ছিঁড়ে খায় বুক,
হাজারো মুখ ও সহ্য করতে হয়।
দিন ঘনিয়ে আকাশ নিভে যখন ঘড়ি ঘরে ডাকে
তোমার মেয়ের ফেরার পথে কতো দানব দাঁড়িয়ে
থাকে।
কতো লালসা পেরোই রোজ, কতো আগুনের হই ছাই,
চোপ হয়ে থাকি রোজ সব বোঝে
তোমার সম্মানটা দামি তাই।
যদি কোন দিন তোমার মেয়ের বোঝ এই ঋণ তবে
পিতা আর স্বামীর বাইরেও এক নারীর পরিচয় হবে।